দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ২ ...

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ'৯৫

সবার জন্য শিক্ষা

৩-৭ জুন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

বাণী

দেশব্যাপী জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আমি এই কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। শিক্ষার প্রতি মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসে জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ এবং সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমরা সবাই জানি, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। জাতীয় অগ্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব শিশুকেই শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাথমিক পাঠক্রম থেকে শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের সকলের। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এই উদ্যোগকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কার্যক্রম চালুসহ দেশের সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষককে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষক-অভিভাবকের ঐকান্তিক আগ্রহ ও কর্মপ্রয়াস এক্ষেত্রে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিক্ষিত জনসমাজ দেশের সম্পদ। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সে দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির হাতিয়ার। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশে অশিক্ষিত জনগণ উন্নয়নের পথে সৃষ্টি করে বিরাট অন্তরায়। শিক্ষা মানুষকে শুধু নিজের কল্যাণই নিশ্চিত করে না, পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেও করে উন্নত। প্রাথমিক শিক্ষা মানুষকে বৃহত্তর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করার সোপান মাত্র। সেই কারণে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালনকে আমি এই গুরুত্ব অনুধাবনের প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে গণ্য করি।

আমি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপ্রতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

গত বছরের মত এবারও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ধারাবাহিকতায় জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে এ সপ্তাহ পালন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা রাখবে।

প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সব শিক্ষার বুনিয়াদ। সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমরা তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকগণের আন্তরিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও নিষ্ঠার ওপর। আমার স্থির বিশ্বাস, জাতি শিক্ষকদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, শিক্ষকগণ পেশাগত আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতি কর্মকর্তা, শিক্ষানুরাগী এবং শিশুদের পুরস্কৃত করতে পেরে আমি আনন্দ লাভ করছি। আমি আশা করি, প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত সবার আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রদত্ত অঙ্গীকার পালনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বাস্তব সম্মত কর্মসূচী নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গৃহীত কর্মোদ্যোগের এ ধারা অব্যাহত থাকলে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো অবশ্যই সম্ভব হবে। এ মুহূর্তে প্রয়োজন দল ও মতের উর্ধে উঠে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা। তাই আসুন, আমরা দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিই।
পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

খালেদা জিয়া
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্বল হাতকে উৎপাদনক্ষম কর্মীর হাতে রূপান্তর করা সম্ভব। এ' উপলব্ধিতেই সরকার দেশের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

সারা দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিতি ও পাঁচ বৎসর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকরার প্রচেষ্টার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া, বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স নেই এমন নিরক্ষর বয়স্কদের মাঝেও ব্যবহারিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে চলেছে। অভিভাবকসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে শিক্ষা সমন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদেরকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা, বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের পাঠদানকে আকর্ষণীয় করা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশে শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখনও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও লেখার পড়ার মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। কাঙ্খিত লক্ষ্য সাধন করতে হলে প্রাথমিক এবং গণশিক্ষার সাথে জড়িত সকলকে ঐকান্তিকভাবে এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডে দেশের আপামর জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত প্রয়াসে অগ্রসর হতে হবে।

দেশে প্রতি বছর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে সকল নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন সে সব নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে পেরে আমরা গর্বিত। সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীরাও স্বীকৃতি পেয়ে উৎসাহিত হবে এবং ভবিষ্যতে তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে একদিন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে বিশ্বের মাঝে মাতৃভূমির মান উন্নীত করতে পারবে বলে আমি আশা করি।

এ বছর ওয়ার্ড কমিটি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগীয়), শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা (বিভাগ বহির্ভূত), শ্রেষ্ঠ বিদ্যানুরাগী, শ্রেষ্ঠ কাব, শ্রেষ্ঠ কাব সংগঠন, শ্রেষ্ঠ কাব শিক্ষক ইত্যাদি বিষয়ে স্বীকৃতি ও পুরস্কার সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সকলকে আরো জড়িত এবং উৎসাহিত করার জন্যই নেয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মকর্তা অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চারিত হবে এবং শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে তাঁরা অধিকতর সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে আমরা আশা করি।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ সার্থক হোক কামনা করি।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার